বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

মামলা নং-১/২০১৫

জনাব এম.রইচ মল্লিক **ফরিয়াদী**
সহ-সম্পাদক
সাপ্তাহিক আসেদিনযায়
মৌচাক টাওয়ার
কক্ষ নং-১৪১১ (১৪ তলা),
৮৩/এ, সিদ্বেশ্বরী সার্কুলার রোড,
ঢাকা-১২১৭।

বনাম

জনাব ফারুক আহমেদ **প্রতিপক্ষ**
সম্পাদক,
দৈনিক রূপবাণী,
রূপবাণী ভবন,
১৫/৩, ওয়ার স্ট্রীট ওয়ারী,
ঢাকা-১২০৩।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান।
২। ড. উৎপল কুমার সরকার সদস্য।
২। জনাব আকরাম হোসেন খান সদস্য।

ফরিয়াদী ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
প্রতিপক্ষ ঃ স্বয়ং উপস্থিত।
শুনানীর তারিখ ঃ ০৪/০২/২০১৬ইং।
রায়ের তারিখ ঃ ২৪/০২/২০১৬ইং।

রায়

ফরিয়াদীর আর্জি ঃ

ফরিয়াদী দৈনিক রূপবানী সংবাদপত্রে ১৯ মার্চ ও ২৪ মার্চ-২০১৫ইং তারিখের সংখ্যার "প্রতারণা বাণিজ্য, উত্তরার কে এই রহিছ মল্লিক" এবং "উত্তরায় রইচ মল্লিকের কু-কীর্তি" শিরোনামের প্রতিবেদন দুটির মাধ্যমে আপত্তিজনক, অসত্য, কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশ করার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছে।

ফরিয়াদী তার আর্জিতে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক রূপবানী সংবাদপত্রে উপরোক্ত শিরোনামের দুটি প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।

চলমান পাতা ০২

এই বিষয়ে ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে, পত্রিকাটি বাজারজাত করা হয়না বলে ফরিয়াদীর দৃষ্টিতে আনার উদ্দেশ্যে পত্রিকার দুইটি কপি গত ২৩মার্চ-২০১৫ইং তারিখে তাঁর অফিস বন্ধাবস্থায় দরজার নিচ দিয়ে অভ্যন্তরে ফেলা হয়, যা ওই দিনই ফরিয়াদীর হস্তগত হয় এবং প্রকাশিত মিথ্যা-বানোয়াট তথ্যসম্বলিত প্রতিবেদনটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। ওই দিনই (২৩মার্চ-২০১৫ইং) ফরিয়াদী বাহকের মাধ্যমে উক্ত পত্রিকা অফিসে একটি টাইপকৃত প্রতিবাদলিপি পাঠায়। সে সময় পত্রিকাটির সম্পাদক তার কার্যালয়ে উপস্থিত ছিল না। পত্রবাহক প্রতিবাদলিপিটি গ্রহণ করার জন্য উক্ত কার্যালয়ে উপস্থিত অজ্ঞাতনামা একজনকে অনুরোধ করলে তিনি 'কার প্রতিবাদ' জানতে চায় এবং বাহক ফরিয়াদীর কথা বললে তিনি উক্ত পত্রিকার উত্তরা প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে বলেন যে, রইচ মল্লিকের সংবাদের প্রতিবাদ ছাপাতে ২০ হাজার টাকা লাগবে। এই বলে উক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদলিপিটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফরিয়াদী পরদিন (২৪মার্চ-২০১৫ইং) তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে ওই একই প্রতিবাদলিপিটি পাঠায়। ওইদিন বিকালে ফরিয়াদী আরো দুটি দৈনিক রূপবানী পত্রিকার কপি পায়। উক্ত সংখ্যাটির প্রকাশকাল ২৪মার্চ-২০১৫ইং। "উত্তরার রইচ মল্লিকের কু-কীর্তি" শিরোনামে আরো একটি প্রতিবেদন পরিবেশন করে। দৈনিক রূপবানী ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যে মিথ্যা সংবাদ দুটি প্রকাশ করেছে তা তাঁর পেশাগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সমাজে চরম ক্ষতি সাধিত করেছে। সমাজে তাঁর ও তাঁর পরিবারকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

ফরিয়াদী একজন পেশাদার সাংবাদিক। ১৯৯৬ সাল থেকে এই মহতী পেশার সাথে জড়িত। সাপ্তাহিক অপরাধ বিচিত্রায় একযুগেরও বেশী সময়কাল স্টাফ রিপোর্টার, সি. স্টাফ রিপোর্টার ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছে এবং সাপ্তাহিক অপরাধ বিন্দু'র বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছে। ফরিয়াদী দৈনিক রাজপথ বার্তা, সাপ্তাহিক রাজধানীর রাজপথ, পাক্ষিক নীলিমা, সাপ্তাহিক মোকাবেলা নামক পত্রিকাগুলোর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও দৈনিক স্বাধীন সংবাদ, দৈনিক একুশে সংবাদ, পাক্ষিক আইনের দর্পনসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন এবং করে থাকেন। বর্তমানে তিনি সাপ্তাহিক আসেদিনযায় নামক পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন। উল্লেখিত প্রতিটি সংবাদপত্রই ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ফরিয়াদী কোনো ধরণের অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নয়। জীবনে একদিনের জন্যও কোনো অবৈধ বাণিজ্যের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো না। তিনি কোনোদিন কোনো ব্যক্তির নিকট সাংবাদিক ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় প্রদান করেনি। ফরিয়াদী কোনো পত্রিকায় কোনো দিন বিজ্ঞাপন দেয়নি। কোনো দিন কোনো বাড়িওয়ালার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি। নারীঘটিত কোনো কলঙ্ক তাঁর নেই। পতিতা সংক্রান্তে যা লেখা হয়েছে তা শতভাগই বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উত্তরায় ফরিয়াদীর কোনো গোপন আস্তানা নেই এবং মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত নন। প্রয়োজনে তাঁর শরীরের রক্তের নমুনা সংগ্রহসাপেক্ষে ডাক্তারী পরীক্ষা করা যেতে পারে। তিনি সৎ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। সৎ সাংবাদিকতাই তাঁর ব্রত। তিনি সর্বসময়ই সাংবাদিকতার মতো মহান পেশাটি কোনোভাবে যেনো প্রশ্নবিদ্ধ বা বিতর্কিত হয়, তিনি চাননা। ফরিয়াদী একজন স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে একটি ছোট্র ভাড়াবাসায় বাস করে। বড় সন্তান ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সম্মান ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত এবং ছোট সন্তানটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীনী।

প্রকাশিত প্রতিবেদন দুটি ফরিয়াদীর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এবং প্রতিবেদনের প্রতিটি বাক্যই তাকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করেছে।

এ আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে প্রথমে পত্রবাহক মারফত, পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে। সম্পাদক তাঁর প্রতিবাদ মোটেও ছাপেননি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।

চলমান পাতা ০৩

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

প্রতিপক্ষ দৈনিক রুপবানীর সম্পাদক, তিনি তাঁর জবাবে উল্লেখ করে যে, প্রতিপক্ষের উত্তরা প্রতিনিধি কে.এই. এম রইচ মল্লিক নামে ১৯/০৩/২০১৫ইং তারিখে এলাকায় পোষ্টার এবং ওয়ালপেষ্টিং এ ধরিয়ে দিন প্রতারক এম রইচ কে পুলিশ খুজছে। উক্ত তথ্যের উপর শিওর পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার পরে এম রইচ মল্লিক লিখিতভাবে পত্রিকার ঠিকানায় ডাক যোগে একটি সংবাদ প্রতিবাদ পাঠায়। সম্পাদক তার সংবাদ প্রতিবাদখানা পাওয়ার পরে ০৭/০৪/২০১৫ইং তারিখ উক্ত প্রতিবাদটি পত্রিকায় ছাপিয়ে দেয়া হয়। এম. রইচ মল্লিক সংবাদ প্রতিবাদে উল্লেখ করেন, সংবাদটির ভাষা শব্দচয়ন কথার বিন্যাস অগোছালো হাতের লেখা তাঁর পত্রিকায় ছাপানোর কথা নয়। উক্ত প্রতিবাদে আরো উল্লেখ্য করেছে যে, এম. রইচ মল্লিক সাপ্তাহিক অপরাধ বিচিত্রার ষ্টাফ রিপোর্টার থেকে আরম্ভ করে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে। তার বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক অপরাধ বিচিত্রায় ৩০/০৩/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম "এম. রইচ মল্লিক ভান্ডামি আর প্রতারনা তার প্রধান পেশা" এবং এম.রইচ মল্লিক উক্ত প্রতিবাদে আরো উল্লেখ করেন, এম. রইচ মল্লিক সাপ্তাহিক মোকাবেলায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। সাপ্তাহিক মোকাবেলা পত্রিকায় তার বিরুদ্ধে পৃথক দুইটি সংবাদ প্রকাশ হয় ১৯/০৩/২০১৫ইং এবং ২০/০৪/২০১৫ইং তারিখে। উক্ত সংবাদের শিরোনাম 'প্রতারক, ভন্ড এম.রইচ মল্লিককে খুজছে পুলিশ' এবং 'ভন্ডামি এবং প্রতারনা যার প্রধান পেশা' এই সংবাদ দুইটি প্রকাশ হয়। প্রতিপক্ষ উল্লেখ করে যে, সম্পাদক এর বিরুদ্ধে আদালতে ৩/২০১৫ নং মামলায় এ বাদী লিখিত ভাবে অভিযোগ করে যে তার কাছ থেকে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা চাঁদা চেয়েছে। তা বিচারিক আদালতের কাছে উক্ত বিষয়টি তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। প্রতিপক্ষ উল্লেখ করে যে, পত্রিকার ২৮ বছর প্রকাশনায় কোন চাঁদাবাজির অভিযোগ নেই।

ফরিয়াদীর তার প্রতিউত্তরে নিবেদন করে যে, মামলার আর্জিতে ফরিয়াদী বিচারিক আদালতে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেছে এবং প্রয়োজনীয় প্রমানাদী সরবরাহ করেছে। তবে প্রতিপক্ষের জবাবের প্রেক্ষিতে তিনি এই প্রতিউত্তর দিয়েছে এবং উল্লেখ করে যে, উত্তরা এলাকায় "ধরিয়ে দিন প্রতারক এম রইচকে পুলিশ খুজছে" লেখা সম্বলিত আমার বিরুদ্ধে প্রচারিত পোষ্টার বা ওয়ালপেষ্টিং এর বিষয়টি কাল্পনিক। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো থানা বা আদালতে মামলা নেই। উক্ত এলাকায় এ সংক্রান্তে কোনো পোষ্টারিং বা ওয়ালপেষ্টিং হয়নি। দৈনিক রূপবানী পত্রিকার সম্পাদক এ সংক্রান্তে কোনো প্রমানাদী আপনার আদালতে দাখিল করতে সমর্থ হবেনা। বিচারিক আদালতে যে লিফলেটটি সরবরাহ করা হয়েছে তা কম্পিউটারে তৈরীকৃত। প্রতারণামূলক কর্মকান্ডে জড়িত জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক আসেদিনযায় পত্রিকায় চার পর্বে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় তিনি ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য ষড়যন্ত্র হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে লিফলেট পোষ্টার ছাপানোসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মিথ্যা প্রতিবেদন ছাপানোর হুমকি প্রদান করেন। এই নিমিত্তে ফরিয়াদী ডিএমপির রমনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী রুজু করে। প্রকাশ থাকে যে, ফরিয়াদী সাপ্তাহিক আসেদিনযায় পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছে। যেহেতু দৈনিক রূপবানী বাজরজাত করা হয়না সেহেতু পত্রিকাটির নিয়োগকৃত কোনো জেলা, উপজেলা বা থানা প্রতিনিধি নেই। উত্তরা প্রতিনিধি থাকার প্রশ্নই আসে না। বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্ত করলে এর সত্যতার প্রমাণ মিলবে। যদি কাউকে উত্তরা প্রতিনিধি হিসেবে আদালতে হাজির করা হয়, তা হবে মামলার প্রয়োজনে সম্পূর্ণরূপে সাজানো। দৈনিক রূপবানী বাজারজাত করা হয় না বলে প্রতিবাদলিপিটি ছাপলেও ফরিয়াদীর দৃষ্টিগোচর হয়নি। অন্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বা প্রতিবেদন কোনোভাবেই কোনো পত্রিকার সংবাদের গ্রহণযোগ্য এভিডেন্স হিসেবে গণ্য হতে পারে না, যা দৈনিক রূপবানী সম্পাদক প্রকাশিত সংবাদের এভিডেন্স হিসেবে বিচারিক আদালতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেন।

ফরিয়াদী স্বয়ং তার মামলা পরিচালনা করেন এবং বিচারিক কমিটির অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর অভিযোগপত্র (আর্জি), প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর পড়ে শুনান। ফরিয়াদী রূপবানী পত্রিকায় পরিবেশিত ১১ মার্চ, ২০১৫ইং এবং ২১ মার্চ, ২০১৫ইং তারিখের প্রতিবেদনগুলি পড়ে শুনান এবং ফরিয়াদী বলেন যে, তিনি একজন পেশাদার সাংবাদিক এবং ১৯৯৬ সাল থেকে এই মহতি পেশার সাথে জড়িত। তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সুনামের সাথে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে তিনি সাপ্তাহিক আসেদিনযায় নামক পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন।

চলমান পাতা ০৪

একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে তিনি কোনো ধরনের অনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নন। জীবনে একদিনের জন্যও কোনো অবৈধ বাণিজ্যের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো না। তিনি কোনোদিন কোনো ব্যক্তির নিকট সাংবাদিক ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় প্রদান করেনি। ফরিয়াদী কোনো পত্রিকায় কোনো দিন বিজ্ঞাপন দেয়নি। কোনো দিন কোনো বাড়িওয়ালার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি। নারীঘটিত কোনো কলঙ্ক তাঁর নেই। পতিতা সংক্রান্তে যা লেখা হয়েছে তা শতভাগই বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উত্তরায় ফরিয়াদীর কোনো গোপন আস্তানা নেই এবং মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত নন। প্রয়োজনে তাঁর শরীরের রক্তের নমুনা সংগ্রহসাপেক্ষে ডাক্তারী পরীক্ষা করা যেতে পারে। তিনি সৎ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। সৎ সাংবাদিকতাই তাঁর ব্রত। তিনি সর্বসময়ই সাংবাদিকতার মতো মহান পেশাটি কোনোভাবে যেনো প্রশ্নবিদ্ধ বা বিতর্কিত হয়, তিনি চাননা। ফরিয়াদী স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে একটি ছোট্র ভাড়াবাসায় বাস করে। বড় সন্তান ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সম্মান ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত এবং ছোট সন্তানটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীনী। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, দৈনিক রূপবানী তাঁর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে মিথ্যা সংবাদ দুটি প্রকাশ করেছে যা তাঁর পেশাগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে চরম ক্ষতি করেছে এবং সমাজে তাঁর পরিবারকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে যা কোন অবস্থাতে পূরণীয় নয়। তিনি বলেন যে, অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বা প্রতিবেদন কোনভাবেই কোন পত্রিকার সংবাদের গ্রহণযোগ্য Source/ভিত্তি হতে পারে না এবং প্রচারিত প্রতিবেদন প্রকাশের পর তা প্রমাণের দায়িত্ব সম্পাদককেই নিতে হয়। কারণ প্রতিবেদন দুটি প্রচারের পূর্বে তার সত্যাসত্য যাচাই করা হয়নি এবং এ জাতীয় প্রতিবেদন প্রচার করা হলো ইয়োলো জার্নালিজম। পরিশেষে ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট এর ১২ ধারা মতে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষ ফারুক আহমেদ, সম্পাদক দৈনিক রূপবানী তিনি নিজে বিচারিক কমিটির অনুমতিক্রমে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি মূলত জবাবের ভাষ্য সমর্থন করে নিবেদন করেন যে, রূপবানীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি সাপ্তাহিক ‘অপরাধ বিচিত্রা’য় ৩০/০৩/২০১৫ইং তারিখে শিরোনাম “এম, রইছ মল্লিক ভন্ডামি আর প্রতারণা তার পেশা” এবং সাপ্তাহিক ‘মোকাবেলা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯/০৩/২০১৫ইং এবং ২০/০৪/২০১৫ইং তারিখের প্রতিবেদনগুলিকে ভিত্তি করে রূপবানী পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রদানকালে স্বীকার করেন যে, অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত খবর/প্রতিবেদন কখনো প্রতিবেদনের জন্য Source বা ভিত্তি হতে পারেনা, তবে তাঁকে অন্ধকারে রেখে প্রতিবেদনগুলি ছাপানো হয়েছে, তাই বলে তিনি তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারে না এবং তাৎক্ষণিকভাবে ফরিয়াদীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে, আজই ফরিয়াদীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি একজন আমার মত সাংবাদিক। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে প্রতিবেদনগুলি ছাপিয়ে যেভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পরিশেষে, তিনি ভবিষ্যতে সাবধান হবেন বলে বিচারিক কমিটিকে অবহিত করেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান মামলাটি নিস্পত্তি করার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর পর্যালোচনা করা হলো এবং উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। দৈনিক রূপবানী পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯ মার্চ এবং ২৫ মার্চ তারিখে প্রচারিত প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনা করা হলো। প্রতিবেদনগুলির ভাষা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ এবং এইগুলি কোন সংবাদ/প্রতিবেদনের ভাষা হতে পারেনা। তদোপুরি এই প্রতিবেদনগুলি ছাপানোর পূর্বে ফরিয়াদীর কোন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। পত্রিকার প্রত্যেকটি শব্দের জন্য সম্পাদক দায়ী। এখানে প্রতিবেদনগুলি যে তৈরি করেছে সে সাংবাদিক শ্রেণীর কলঙ্ক। সে কোন পেশাজীবী সাংবাদিক হতে পারেনা। এবিষয়ে সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করেছেন কিন্তু প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করে ফরিয়াদীর যে ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে তা প্রশমিত হওয়ার নয়। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্র ছাপিয়েছে বলে দাবী করছেন কিন্তু পত্রিকার কপি ফরিয়াদীর নিকট পাঠানো হয়নি বিধায় তিনি জানতে পারেননি। সুতরাং এক্ষেত্রেও গাফলতি করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়।

চলমান পাতা ০৫

সমস্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এটা সুস্পষ্ট যে প্রতিপক্ষ প্রতিবেদনগুলি ছাপানোর পূর্বে সম্পাদক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। এ পুরো ব্যাপারটাকে আমরা মনে করি দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা এবং হলুদ সাংবাদিকতা।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, পাল্টা উত্তর এবং পক্ষগণের যুক্তিতর্ক বিবেচনা করে মাননীয় সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে পরপর ভিত্তিহীন প্রতিবেদনগুলি প্রথমপাতায় প্রকাশ করে সাংবাদিকতার সাধারণ নীতি লংঘন করা হয়েছে যা প্রতিপক্ষের পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। প্রতিপক্ষ ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবেনা মর্মে বিচারিক কমিটিকে আশ্বস্ত করায় কমিটি রূপবানী পত্রিকার রিপোর্টার এবং সম্পাদককে ভর্ৎসনা করা হলো এবং রিপোর্টারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ দিয়ে মামলাটি বিনা খরচায় নিস্পত্তি করা হলো।

রায় প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকা দৈনিক রূপবানীতে রায়টি প্রথম পৃষ্ঠায় হুবুহু ছাপিয়ে পত্রিকার একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত-

(বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত-

(আকরাম হোসেন খান)
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত-

(ড. উৎপল কুমার সরকার)
সদস্য